দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

২৯শে শ্রাবণ ১৩৯৪ বাং

176

উপজেলা পরিক্রমা

নড়াইল সদর

নড়াইল, ১৪ আগষ্ট (সংবাদদাতা)।— নড়াই সদর উপজেলার আয়তন ১৫৭ বর্গমাইল। এর মধ্যে ১৫৪ বর্গমাইল পল্লী ও ৪ বর্গমাইল শহর। লোক সংখ্যা ২,২৬,৩৫১। এর মধ্যে ১,১৮,৫৭৮ জন পুরুষ এবং ১,০৭,৭৭১ মহিলা। সদর উপজেলায় ১৩টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভা, ২৪৭টি গ্রাম ও ৩৪,১৩১টি বাড়ী রয়ছে।

স্বাস্থ্য

সদর উপজেলায় ১টি ৫০ শয্যার হাসপাতাল, ২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১টি মাতৃসদন ও শিশুসদন ১টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ৩টি, ইউ,পি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ৭টি, বি,এ,ভি,এস, ক্লিনিক ১টি। সদর হাসপাতালে এক্স-রে মেশিন থাকলেও ব্যবহার হয় না, ওষুধের সংকটে গরীর রোগীরা চিকিৎসা পায় না। এ ছাড়া বিদ্যুৎ, পানি, ও সুইপার সমস্যা প্রকট, হাসপতালে, নেই কোন এ্যাম্বুলেন্স।

কৃষি

এ উপজেলায় জমির পরিমাণ ৪০,১৯২ হেক্টর। চাষযোগ্য জমি ৩,২,০৯৪.৯৪ হেক্টর, চাষের অযোগ্য জমি ৬,৯৭১.৮৬ হেক্টর, ফসলী জমি ৪৯,৩৮৮.৬৬ হেক্টর, ব্লকের সংখ্যা ২৭টি। কৃষি পণ্যের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল ধান আমন, আউশ, পাট, গম, আলু, ডাল, সরিষা, আখ। এ ছাড়া শাক-সব্জির আবাদ হয়। পর্যাপ্ত সেচের অভাব, অগভীর নলকূপ বরাদ্দ এবং ব্যাপক বীজ, সার, কীটনাশকের অভাবে কৃষকরা সময়মত জমি তৈরী করতে পারে না। এ ছাড়া বলদের অভাবে কৃষকরা পর্যাপ্ত জমি আনাবাদী রাখতে বাধ্য হন। তদুপরি কৃষি ঋণ পাওয়ায় ভোগান্তি।

শিক্ষা

সদর উপজেলায় শিক্ষার হার শতকরা প্রায় ১৫ জন। এখানে ৯৮টি সরকারী, ৩০ট বেসরারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪০টি মাদ্রাসা, ৩৬টি উচ্‌চবালক বিদ্যালয়, ৫টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও ১২টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি সরকারী কলেজ, ২টি বেসরকারী কলেজ, ১টি আইন কলেজ, ১টি ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ৪টি এতিমখানা, ১টি নার্সারী স্কুল, ১টি প্রতিবন্ধী স্কুল, ১টি পাবলিক লাইব্রেরী ও ১টি সঙ্গীত বিদ্যালয় রয়েছে।

যোগাযোগ

সদর উপজেলায় কাঁচা ও পাকা রাস্তার পরিমাণ মোট ২৭৪ বর্গমাইল, ১টি টার্মিনালসহ ৫টি বাসস্ট্যাণ্ড, নদী ৩টি, খাল ২৮টি, সেতু কালভার্ট ৯৪টি। উপজেলার পাকা রাস্তাগুলো সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ উপজেলার সাথে অন্যান্য উপজেলার সংযোগকারী সড়কগুলোর অবস্থা সুবিধাজনক নয়।

হাট-বাজার

সদর উপজেলায় হাট-বাজারের সংখ্যা ৯৪টি। হাট-বাজারগুলোর অবস্থা শোচনীয়, সংস্কার প্রয়োজন। অবৈধভাবে টোল আদায় করা হয়। টোল চার্ট কোন হাট-বাজারে দেখা যায় না।